# ইতিহাসের ধারা

অমিত সেন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ( প্রাইভেট ) লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭.

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

সুরেন দত্ত কর্তৃক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, লিঃ, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত
ও দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।

# সূচী

# মার্ক্স্‌বাদের নানাদিক

আজ হইতে এক শতাব্দীর কিছু আগে কার্ল্‌ মার্ক্স্‌ ও তাঁহার চিরজীবনের বন্ধু ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্‌ কমিউনিস্ট্‌ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহার প্রভাব এখন পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি আমাদের দেশে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রুশদেশে আমরা এই সাম্যবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেখিতে পাই। সেখানে লেনিনের নেতৃত্বে আসিয়াছে বিরাট বিপ্লব; সেদেশেই এখন নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে স্টালিন ও তাঁহার সহকর্মীদের নির্দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপ ও বিশাল চীনদেশও এই পথে পা বাড়াইয়াছে। কমিউনিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ সাম্যবাদ কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির সম্পত্তি নয়; ইহার বিস্তার কোনও একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ আজ সারা মানব-সমাজকেই এইপথে টানিতেছে। ভূগোলের এক-একটা অঞ্চলে অসংখ্য নদীপথ চোখে পড়ে, তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের জলস্রোতের গতি একই দিকে। বিশ্বসংসারে মানুষের রাজ্যেও সেইরকম নানা জাতির মধ্যে পার্থক্য থাকে, কিন্তু পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যে তাহাদের অগ্রগতির একটা সাধারণ লক্ষ্য অনেক সময়ই থাকিয়া যায়। ইতিহাসের আলোচনায় আমরা মানব-সমাজের এই ধরনের স্বাভাবিক পরিণতির সন্ধান পাই।

মানুষের সমাজে প্রগতির স্বাভাবিক ঝোঁক এখন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের দিকে। সজাগ হইয়া সেই ঝোঁকের সহায়তা করার নামই সাম্যবাদ। সাম্যবাদ ছাড়া অন্য সমস্ত মত বা দল সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা বলা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক

পরিবর্তনকে বাধা দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করে। অন্যেরা অগ্রগতির সহায় হইয়াও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যায়; তাহারা তাই অন্ধের মত পথ হাতড়াইয়া চলে। মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা আর চেতনা সাম্যবাদের প্রাণ; কমিউনিস্ট্ আন্দোলনের আশ্চর্য জীবনীশক্তির মূল উৎস এইখানে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে মার্ক্স্-এর নাম অমর। সেইজন্য সাম্যবাদকে মার্ক্স্‌বাদ বলা হয়। লেনিন প্রথম সার্থক ও সফল প্রয়োগের ভিতর দিয়া বিকশিত করিয়া তোলেন বলিয়া এই মতবাদকে আমরা অনেক সময় মার্ক্স্-লেনিনবাদ আখ্যা দিই।

সাম্যবাদের আসল রূপ অখণ্ড ও ব্যাপক, তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখা অন্যায়। তবুও তাহার আলোচনার কয়েকটি প্রধান দিক আছে। এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সাম্যবাদী কর্মীদের পক্ষে প্রয়োজন। প্রথমত, ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি মানব-সমাজ যুগে যুগে কি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, অতীত বা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার আসল অর্থ কোনখানে, সমাজের পুনর্গঠনে কোন্ চেষ্টা সার্থক আর কোন্‌টাই বা নিষ্ফল। দ্বিতীয়ত, মানুষের জীবন-যাত্রার সঠিক খবর রাখিতে হইলে অর্থনীতির কতকটা আলোচনা ছাড়া চলে না। তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের মূল কোন্‌খানে, কোন্ আর্থিক ব্যবস্থার ফলে দেশের অধিকাংশ লোক নির্যাতিত হয়, শোষণের প্রণালী কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহার কোন্ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সাধারণ লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব। মার্ক্স্‌বাদের তৃতীয় দিক একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার দার্শনিক নাম ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদ। এইখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাম্যবাদের গভীর যোগ দেখা যায়, ইহারই সাহায্যে